তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৪০

**মাতারবাড়িতে দেশের প্রথম সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনালের**

**নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আগামীকাল**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক, (১০ নভেম্বর) :

কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে বহু প্রতিক্ষিত দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেল উদ্বোধন এবং প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

মাতারবাড়ি বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে। এই বন্দরে জোয়ার-ভাটায় যেকোনো সময়ে ৮,০০০ টিইইউএস’র জাহাজ ভিড়তে পারবে। শিপিং লাইনগুলো বাংলাদেশে জাহাজ নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করবে। ফলে পণ্য পরিবহণ খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। বন্দরকে ঘিরে মাতারবাড়ি মহেশখালী এলাকায় ব্যাপক শিল্পায়নসহ গড়ে উঠবে অর্থনৈতিক অঞ্চল। ফলে সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের। বন্দরকে ঘিরে যে লজিস্টিকস ও সাপ্লাইচেইন ম্যানেজমেন্টের অবকাঠামো গড়ে উঠবে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাতারবাড়ি বন্দরকে ঘিরে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ আবর্তিত হবে তা বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা জিডিপিতে ২-৩ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

২০২৬ সালে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বর্তমানের স্মার্ট দেশ সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যাবে। মাতারবাড়ি বন্দর বাণিজ্যিক হাব হবে। চট্টগ্রাম বন্দর অর্থনীতির লাইফ লাইন, মাতারবাড়ি বন্দরও হবে প্যারালাল অর্থনীতির লাইফ লাইন।

উল্লেখ্য, দেশের প্রথম ও একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের জন্য ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি ২০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাতারবাড়ি টার্মিনাল বাস্তবায়িত হলে ১৬ মিটার বা ততোধিক গভীরতাসম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে। এখানে বড় ধরনের ফিডার ভেসেল আসবে। অর্থ ও সময় বাঁচবে। অর্থনীতিতে সুপ্রভাব ফেলবে। প্রকল্পের সড়ক ও জনপথ অংশে ২৭.৭ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে মাতারবাড়ি বন্দরের সাথে ন্যাশনাল হাইওয়ের সংযোগ স্থাপন করার কাজ চলমান।

#

জাহাঙ্গীর/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৬৩৯

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৃত ইসলামবান্ধব সরকার প্রধান**

 **-- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি কখনও ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৃত ইসলামবান্ধব সরকার প্রধান। তিনি প্রতিটি উপজেলায় মডেল মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করছেন। তিনি কওমী মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আজ শরীয়তপুরের সখিপুর থানায় ২ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ব্যয়ে সখিপুর কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসাকেও এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের উন্নয়ন করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্নতি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী অবদানের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এনামুল হক শামীম বলেন, ফিলিস্তিনের নিরাপরাধ মানুষের ওপরে জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে যেখানে পৃথিবীর সব বিবেকবান মানুষ সরব, সেখানে ইসরায়েল নাখোশ হবে এমন প্রতিবাদ করছে না বিএনপি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রীয় শোকও পালন করেছি। আর বিএনপি’র মুখে কোনো কথা নেই। একটা বৃহত্তর গোষ্ঠী অখুশি হতে পারে সেই কারণে বিএনপি এই নিয়ে কোনো কথা বলে না। অর্থাৎ তাদের অবস্থান ইসরাইলের পক্ষে।

ভেদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাহাদুরপুরের পীর সাহেব আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এমএ কাইয়ুম পাইক ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মানিক সরকার।

উল্লেখ্য, ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ভেদরগঞ্জ-কাশেমপুর সড়ক, চরসেনসাস থেকে সখিপুর সড়ক এবং চরভাগা মমিন আলী মোল্লার বাজার থেকে ঘড়িষার লঞ্চঘাট পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ, সখিপুর বাইপাস সড়ক ও কালভার্ট, সখিপুর সোলাইমানিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ‘জয় বাংলা’ ভবন এবং সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ‘বিজয় ’৭১’ ভবনের উদ্বোধন করেন উপমন্ত্রী। পরে তিনি উত্তর তারাবুনিয়া ও দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়নে গণসংযোগ করেন।

#

গিয়াস/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৮

**কক্সবাজার - চট্টগ্রাম রেলপথের উদ্বোধন আগামীকাল**

 **-- রেলপথ মন্ত্রী**

কক্সবাজার, ২৫ কার্তিক, (১০ নভেম্বর):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন পর্যটন নগরী কক্সবাজার রেল সম্প্রসারণের স্বপ্ন পূরণের জন্য দেশবাসীকে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল এই আইকনিক স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করবেন। এর মাধ্যমে ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশের সঙ্গে কক্সবাজারের রেল যোগাযোগ শুরু হবে ।

মন্ত্রী আজ কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আগামীকাল কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে ঢাকা থেকে কক্সবাজার চালু হবে ট্রেন চলাচল। প্রথম ধাপে কক্সবাজার পর্যন্ত কাজ শেষ করতে হয়েছে বলে তিনি জানান। মিয়ানমারের রেল অবকাঠামোর দুর্বলতার কথা বলেছেন তিনি। এই প্রকল্প রামু থেকে ঘুমদুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মার (মিয়ানমার) সঙ্গে যুক্ত হবে। বার্মার দিক থেকে রেলের যে অবকাঠামো সেখানে তারা পিছিয়ে আছে।

জনাব সুজন বলেন, ট্রান্স এশিয়ান যে রেল চলাচলের কথা বলা হচ্ছে সেটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ বার্মার দিক থেকে চীন ও কুমবিংয়ের সঙ্গে যে রেলপথ সেটি বার্মা বা চীনের সরকারের সহায়তায় যতদিন বাস্তবায়ন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, এই রেলপথ নির্মাণে রাজনৈতিক একটা প্রভাব পড়বে। নির্বাচনি যে অঙ্গীকার ছিল সেটা পূরণ করা হয়েছে, উন্নয়নের এই ধারায় মানুষ তার সঙ্গে থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

মন্ত্রী বলেন, আগামী ডিসেম্বরের এক তারিখে যাত্রীবাহী ট্রেন চলবে। একটি আন্তঃনগর ট্রেন দিয়ে শুরু হবে। একটা মেইল ট্রেন দোহাজারী পর্যন্ত চলাচল করে, সেটা পরবর্তীতে কক্সবাজার পর্যন্ত আসবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মালবাহী ট্রেন চলাচল করবে।

#

সিরাজ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৭

**চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৫ কার্তিক, (১০ নভেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম বড় অর্জন হলো সাফল্যের সাথে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বর্তমান সরকার কর্তৃক চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ। এসডিজি অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারি নভেল করোনা ভাইরাস মানব সভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এ মহামারির ক্রান্তিলগ্নে বর্তমান সরকার সীমিত সম্পদ ও সামর্থ দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এতে করে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, করোনাকালীন স্থানীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মানুষের জন্য স্মরণীয় স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবার মান আরো সম্প্রসারণ ও গণমুখী করার পরামর্শ দেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এসময় তিনি বরিশালের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

#

আহসান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৬

**নেতারা আত্মগোপনে থেকে কর্মীদের দিয়ে গাড়ি পোড়ানোই বিএনপির অবরোধ**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক, (১০ নভেম্বর :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি নেতারা নিজেরা আত্মগোপনে থেকে কর্মী ও সন্ত্রাসীদের টাকা দিয়ে গাড়ি পোড়ানো, মানুষের ওপর হামলা পরিচালনা করাই তাদের অবরোধ কর্মসূচি। এগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ না, সন্ত্রাসী সংগঠনের কাজ।’

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে সরকারি বাসভবনে অনলাইন নিউজপোর্টাল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ওনাব) এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘সরকার সমস্ত সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতিকারীকে ধরার জন্য বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি জনগণকেও আহ্বান জানাবো- এরা দেশ, জাতি, সমাজের শত্রু, মানুষের শত্রু, এরা হিংস্র হায়েনার চেয়েও খারাপ। তাই এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।’

আগামী রোববার থেকে বিএনপির ডাকা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ নিয়ে প্রশ্নে সম্প্রচার মন্ত্রী আরো বলেন, ‘দুনিয়ার অন্য কোথাও কেউ হরতাল-অবরোধের নামে গাড়ি-ঘোড়া পোড়ায় না। আমরা যখন বিরোধীদলে ছিলাম কখনো গাড়ি-ঘোড়া পোড়াইনি, বড়জোর রিকশার চাকার বাতাস বের করে দিতাম। তবে বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। গতকালও (বৃহস্পতিবার) রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে। মানুষ অবরোধ পালন করছে না, বরং ভয়ের ভাবটাও কেটে যাচ্ছে।’

**‘গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ৫৬% বৃদ্ধির পরও বহিরাগতদের চক্রান্ত’**

এ সময় পোশাক শ্রমিকদের বেতন ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে মাসিক ১২ হাজার ৫০০ টাকা করার পরও বহিরাগতদের দিয়ে এই খাতে অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘২৮ অক্টোবর দেশে চূড়ান্ত অস্থিরতা তৈরি করতে না পেরে সেই একই মহল এখন গার্মেন্টসে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা শ্রমিক নয়, কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে না, যাদের গাড়ি-ঘোড়া আছে, বড় ব্যাংক ব্যালান্স আছে, ঢাকায় সুন্দর ফ্ল্যাট আছে, তারাই ‘শ্রমিক নেতা’ এবং অস্থিরতার পাঁয়তারার হোতা।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এদের কেউ কেউ শ্রমিকদের বেতন ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সরকারি বা ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরিতে ঢোকে তারাও ২০ হাজার টাকার মতো বেতন পায়। অর্থাৎ বাস্তবতার নিরিখে এই দাবি আসলে গ্রহণযোগ্য নয়।’

গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নাহলে বেতন কোথা থেকে দেবে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সে কারণে মালিক, শ্রমিক সবপক্ষের বসার পর প্রধানমন্ত্রী ১২ হাজার ৫০০ টাকা এবং প্রতি বছর ৫% বেতন বৃদ্ধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরপর বেশিরভাগ শ্রমিকই সন্তুষ্ট হয়ে কাজে ফিরে গেছেন। কিন্তু কিছুকিছু জায়গায় বাইরের লোক গিয়ে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে অনেককে শনাক্ত করছে। সাংবাদিকদের অনুরোধ জানাই, শ্রমিকের বাইরে যারা আছে তাদের নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার জন্য, কারণ এই বহিরাগতদের নাশকতারও পরিকল্পনা রয়েছে।’

**মূলধারার গণমাধ্যমকে গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহ্বান**

এর আগে ‘ওনাব’ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় নিবন্ধিত অনলাইনসহ মূলধারার গণমাধ্যমকে গুজব ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি লালন করে। এ কারণেই আমাদের সরকারের সময় গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশ বা "এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ" হয়েছে।

দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু গণমাধ্যমের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার ঘাটতি আছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, দেশে এবং বিদেশ থেকে পরিচালিত কিছু ভুঁইফোড় অনলাইনই এখন গুজব ছড়ানোর মাধ্যম। পদ্মাসেতু তৈরির সময়, রামু এবং নাসিরনগরের ঘটনাতেও তাই দেখা গেছে। মূলধারার গণমাধ্যমের অংশ হিসেবে নিবন্ধিত অনলাইন নিউজপোর্টালগুলোর দায়িত্ব গুজব ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা।

‘ওনাব’ সভাপতি মোল্লাহ এম আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহিন চৌধুরী, সহসভাপতি সৌমিত্র দেব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও আশরাফুল কবির আসিফ, নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে অধ্যাপক অপু উকিল, নজরুল ইসলাম মিঠু, অয়ন আহমেদ এ দিন মতবিনিময়ে অংশ নেন। তারা 'অনলাইন বিজ্ঞাপন নীতিমালা' প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করলে মন্ত্রী হাছান সেটি সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

#

আকরাম/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৬৩৫

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। এ সময় ৪৭৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৬৭৫ জন।

#

 সুলতানা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৪

**বিএনপি না আসলেও নির্বাচন যথাসময়ে হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

‘বিএনপি না আসলেও যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন,  জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে, কয়েকদিন মধ্যেই এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হবে। কোনো দল নির্বাচনে না আসলে নির্বাচন হবে না- এরকম কোনো বিধান সংবিধানে নেই। বিএনপি না আসলেও আরো অনেক দল নির্বাচনে আসবে। কাজেই, যথাসময়েই নির্বাচন হবে। কে আসল না আসল- সেটি বড় কথা নয়। সুন্দুর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হবে এই নিশ্চয়তা আমরা দিচ্ছি।’

আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় পীরগাছা সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় মধুপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএনপি নির্বাচনে না আসলে নির্বাচন কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পাবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা পাবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। যে কোনো পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সব রকমের পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে। সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় ক্ষমতায় থাকলেও নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন। আগামী নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, বিএনপি সংবিধান মানে না। তারা নির্বাচন বানচাল ও ব্যাহত করার জন্য ২৮ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন লাগাতর হরতাল-অবরোধ দিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ সালের মতো আবার আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। প্রতিদিন গাড়িতে আগুন দিচ্ছে। পুলিশকে পিটিয়ে মেরেছে। এগুলো করে বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না।

বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা আয়োজন প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে আমরা এ ব্যতিক্রমী আয়োজনটি করেছি। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকার ৬০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ প্রায় ১৫০ জনের মেডিকেল টিম সকাল ৮ টা থেকে সারাদিন  চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। ফ্রি চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি ফ্রি মেডিসনও দেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে  টাঙ্গাইল জেলা  আওয়ামী লীগের সদস্য মো. ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা ইয়াসমিন, পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, সেন্ট পলস গীর্জার পুরোহিত ফাদার লরেন্স সিএসসি, আলোক হেলথ কেয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লোকমান হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল গফুর মন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর ফরহাদুল আলম, সাদিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩৩

**ই-কমার্সের জন্য জরুরি হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তি**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ই-কমার্সের জন্য জরুরি হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তি। বস্তুত স্মার্ট বাংলাদেশের ব্যাকবোনই হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তি। মোবাইলের ফোরজি সংযুক্তির পাশাপাশি দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় অপটিক্যাল ফাইভার সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে তেরো কোটিরও বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) আয়োজিত ‘ই-কমার্স মুভার্স অ্যাওয়ার্ডস (ইসিএমএ) ২০২৩’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ই-ক্যাব সভাপতি শমী কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ই-ক্যাবের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নাহিম রাজ্জাক এবং ইক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ই-ক্যাব কেবল পণ্য নয় সেবাও বিক্রি করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ই-কমার্স তরুণ প্রজন্মের নিকট নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ই-ক্যাবের গত নয় বছরের সফল পথচলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল সংযুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইক্যাবের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে।

 ডিজিটাল কমার্সে তরুণ উদ্যোক্তাদের সফলতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম উপযুক্ত পরিবেশ পেলে স্মার্ট সভ‌্যতাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ কম খরচে ঘরে বসেই ডিজিটাল শপ থেকে কেনা পণ্য যাতে হাতে পান সেই লক্ষ্যে স্মার্ট ডাক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্মার্ট ডাক ব্যবস্থায় দেশের ১০ হাজার পোস্ট অফিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাবের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে ক্রেতার পণ্য কোথায় আছে তাও সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি ডাক ঘরে ই-কমার্সের জন্য একটি আলাদা কর্নার থাকছে যেখান থেকে পণ্য শর্টিং, ট্র্যাকিং এবং দ্রুততম সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়া হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার উদ্ভাবক জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রথম এবং দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব মিস করে শতশত বছর প্রযুক্তিতে পশ্চাৎপদ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আমাদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে দেশ প্রেমিক প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসার আাহ্বান জানান মন্ত্রী। পরে ‘ই-কমার্স মুভার্স অ্যাওয়ার্ডস (ইসিএমএ) ২০২৩’ বিতরণ করা হয়।

#

শেফায়েত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩২

**অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (নিয়ামতপুর), ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিভিন্ন ধরনের ভাতা দিয়ে অসহায় মানুষকে ইজ্জত করেছেন ।

মন্ত্রী আজ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় বীরজোয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আসার আগে অনেকেই পরিবারে ও সমাজে অমর্যাদা পেয়েছেন। এখন কেউ বয়স্কভাতা পায়, কেউ বিধবাভাতা, কেউবা আশ্রয়ণের ঘর পেয়েছেন। মাথা গোঁজার ঠাই পেয়ে, নিজের জন্য ঔষধ কিনতে পেরে তারা এখন অনেক খুশি। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের বুকে বাঙালিকে পরিচিত করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পান। মুশতাক ও জিয়ার ষড়যন্ত্রে সপরিবারে হত্যা করা হয় তাঁকে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। বিএনপি গণতন্ত্রের শত্রু উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না। জিয়ার আমলে হাঁ না ভোট হয়েছে। সব ভোটেই কারচুপি করেছে তারা।

পারইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ মুজিব গেন্দার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, নিয়ামতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

#

কামাল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৪৫২ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩১

**সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর জন্মজয়ন্তীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ কার্তিক (১০ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ৯৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ এবং জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী-এর ৯৫তম জন্মজয়ন্তীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের মহান স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাঙালির পক্ষে কূটনৈতিক যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায় তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। এ সময় দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের জীবন রক্ষায় হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বন্দী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মুক্তির জন্য জোরালো আহ্বান জানান।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। তাঁর বিচক্ষণতায় ৪০টি দেশ স্বল্প সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তাছাড়া, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে এবং আমার বোন শেখ রেহানাকে বেলজিয়াম থেকে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে আনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের চরম দুঃসময়ে তিনি এবং তাঁর সহধর্মিণী মেহজাবিন চৌধুরী পরম মমতায় আমাদের দুই বোনকে আগলে রাখেন। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দিল্লীতে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অকুতোভয় এই কূটনীতিবিদকে সে জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের রোষানলে পড়তে হয় এবং তিনি বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হন।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে স্পিকারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জাতীয় সংসদকে গতিশীল এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয় সংসদের প্রচলিত রীতিনীতির আধুনিকায়ন এবং সংস্কারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

আমার প্রত্যাশা, স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী স্মৃতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী-এর অবদান জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর দেশপ্রেমের মহান আদর্শ এবং আত্মত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে দিবেন।

আমি সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১১৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ